দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

প্রাইভেট ভার্সিটি ট্রাস্টিদের আর্থিক সুবিধা নয়

প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেবে ইউজিসি

■ নিজামুল হক

একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে প্রতি মাসে বেতন বা সম্মানী হিসাবে লাখ লাখ টাকা তুলে নিচ্ছেন। তারা বিভিন্ন পদ ধরে রেখে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিও করছেন, আর এ বাবদ নিচ্ছেন বেতন। অথচ অর্থ সংকট দেখিয়ে শিক্ষা উপকরণ না কিনেই শিক্ষার নামে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের আর্থিক সুবিধা নেয়ার কোন সুযোগ নেই। আইন অনুযায়ী তারা আর্থিক সুবিধা নিতে পারেন না।

দেশের ৮৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০-এর অধীনে। আইন অনুযায়ী, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্য অনধিক ২১ এবং অন্যূন ৯ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠন করতে হয়।

ইউজিসির কর্মকর্তারা বলছেন, 'নো লস, নো প্রফিট' এমন ধারণা নিয়েই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। যারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি তাদের উদ্যোগেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসায়িক মানসিকতা নিয়ে পরিচালনা করে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান শিক্ষার নামে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। লাভ হিসাব করে প্রতি মাসে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা নির্ধারিত পরিমাণ টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছেন। কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ না করে একাধিক কর্মকর্তা এই প্রতিবেদককে বলেন, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি প্রতি মাসে ৪ লাখ টাকা করে নিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া অন্য সদস্যরা কেউ ২ লাখ আবার কেউ ১ লাখ করে টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে প্রতি মাসে টাকা নেয়া যায় কিনা এ নিয়ে নানামুখী প্রশ্ন রয়েছে। তবে সকলেই বলছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়। তাই এখানে লাভ করে উদ্যোক্তারা টাকা ভাগ করে নিয়ে যাবেন এমন কোন সুযোগ নেই।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী কেএম হাফিজুল আলম বলেন, ১৮৮২ সালের দ্য ট্রাস্ট অ্যাক্ট বা ১৯৬১ সালের সোসাইটি অ্যাক্ট যেটাই বলুন না কেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসাবে তারা কোন আর্থিক সুবিধা নিতে পারেন না। যদি কেউ নিয়ে থাকেন তবে তা বেআইনি। তবে এই দুটি আইন অনুযায়ী, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা যদি কোন পদে থেকে শ্রম দেন তবে নিতে পারেন। তিনি বলেন, আইন না মেনে অনেকেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতোই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছেন, যা বেআইনি ও অনৈতিক।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এবি সিদ্দিক বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা আইন

পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

প্রাইভেট ভার্সিটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুযায়ী টাকা নিতে পারেন না। তবে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কৌশল করে টাকা দিচ্ছে। মিটিংয়ের মাধ্যমে টাকা দেয়া হচ্ছে, যা কিছুটা সহনীয়। কিন্তু প্রতি মাসে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা নিয়ে যাবেন এটা আইনের ব্যত্যয়। এটা হতেই পারে না। এটা বেআইনি ও অনৈতিক।

ইউজিসির সচিব মো. খালেদ বলেন, ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট আইন বা ১৮৬২ সালে সোসাইটি অ্যাক্ট অনুযায়ী ট্রাস্টিরা কোন টাকা নিতে পারেন না। কোন আয়-ব্যয় নয়, শিক্ষা কার্যক্রমে খরচের পর অতিরিক্ত টাকা থাকলে তা শিক্ষা উপকরণ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ব্যয় করতে হবে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, ভারত, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের ট্রাস্টি আমি দেখেছি। তারা কেউ আর্থিক সুবিধা নেন না। যারা ট্রাস্টি তারা টাকা বা কোন সুবিধা নিতে পারেন না। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে প্রয়োজনে টাকা দিবেন, নিবেন কেন? টাকা নেয়া বেআইনি। যদি আমরা প্রমাণ পাই কোন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য টাকা নিচ্ছেন তাহলে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের ১০ ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম অনুমোদন, বিশ্ববিদ্যালয় অর্থায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণও রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের পর্যাপ্ত ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। কিন্তু অনৈতিক ও বেআইনিভাবে টাকা নেয়ার কোন সুযোগ নেই।